টঙ্গীতে

দাঁতের ভুয়া ডাক্তারদের রমরমা ব্যবসা

‘এই দাঁত লাগবো দাঁ...ত। দাঁতে ফিলিং করাই। ফিটিং করাই, স্কেলিং করাই, রুইট কেনাইল করাই, পুরান দাঁত নতুন করাই...ই।’ ঢাকার অদূরে টঙ্গী স্টেশনরোড ও আশপাশের এলাকায় চলতে গিয়ে এরকম ডাক শুনতে পাওয়ার সব আয়োজনই যেন করা আছে। বসেছে জমজমাট এক দাঁতের বাজার। রিপোর্ট... **মঈন শামীম**

এখানে চলমান পথচারীদের দাঁতের রোগী বলে বুঝতে পারলেই তাদের বাগে আনতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে ভুয়া ডিগ্রিধারী ফুটপাতের হকারধর্মী এক শ্রেণীর চিকিৎসক। ছোট হাতুড়ি, প্লাস থেকে শুরু করে নানা রকম সরঞ্জাম নিয়ে রোগীর প্রত্যাশায় চেম্বার স্থলে বসেছে এরা। আধুনিক ও সুন্দর ডেকোরেশনে সজ্জিত, চাকচিক্যপূর্ণ গ্লাসে ঘেরা, বাহারি রঙের সাইনবোর্ডে ডিডিটি, এডিএস, এমবিডিএ, ডিডিএস, বিএমডিসি ইত্যাদি ভুয়া ডিগ্রির টাইটেল ব্যবহার করে এরা প্রতারিত করছে দাঁতের রোগে কষ্ট পাওয়া মানুষকে।

সরেজমিনে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, টঙ্গী স্টেশনরোড ঘেঁষে থানা ও টঙ্গী হাসপাতালের সামনে, নতুন বাজার, টঙ্গী বাজার এবং চেরাগ আলী মার্কেটে ভুয়া ডাক্তারদের অন্তত ২০ থেকে ২৫টি অভিনব আস্তানা গড়ে উঠেছে।

টঙ্গী সরকারি হাসপাতালের সামনে স্টেশনরোডে সরকারি জায়গায় প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় চলছে এদের জোর তৎপরতা। বছরের পর বছর ধরে এসব এলাকায় গড়ে উঠেছে দন্ত চিকিৎসালয়, নিউ দন্ত চিকিৎসালয়, রাব্বি ডেন্টাল ক্লিনিক, লাকী ডেন্টাল ক্লিনিক, ঢাকা ডেন্টাল ক্লিনিক, হোসেন ডেন্টাল ক্লিনিক, হক ডেন্টাল ক্লিনিক, সালমান ডেন্টাল ক্লিনিক, গাজি ডেন্টাল ক্লিনিক, মুক্তা ডেন্টাল হাউজ, আদর্শ ডেন্টাল ক্লিনিক, ঢাকা ডেন্টাল কেয়ার, পপুলার ডেন্টাল কেয়ারসহ আরও কিছু ক্লিনিক যার অধিকাংশই অবৈধভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে।

এখানকার ভুয়া ডাক্তাররা দাঁতের জটিল কঠিন সব রোগেরই চিকিৎসা করেন বলে তাদের প্রচারণায় সাইন বোর্ড, ভিজিটিং কার্ডে উল্লেখ করেছেন। এরা দাঁতের ফিলিং ও স্কেলিং করাতে ৩০০/৪০০ টাকা, রুট ক্যানেল ১২০০/১৫০০ টাকা, দাঁত উঠানোর জন্য ১০০০/১২০০ টাকা, দাঁত বাঁধানো ১০০০/১২০০ টাকা, স্বর্ণের ক্যাপ বসাতে ২০০০ টাকা, রূপার ক্যাপ ১৪০০ টাকা পর্যন্ত নেয়। এগুলো করতে বিদেশ থেকে মেডিসিন এবং দাঁত আমদানি করেন বলে তারা দাবি করেন।

ডা. সালাউদ্দিন লস্কর
জেনারেল সেক্রেটারি, বিডিএ

বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশন (বিডিএ)-এর জেনারেল সেক্রেটারি ডা. সালাউদ্দিন লস্করকে সমিতির সদস্যরা নামের সঙ্গে ডিগ্রি হিসেবে বিডিএ এমবিডিএ লিখতে পারবেন কিনা জানতে চাওয়া হলে, এ রকম কোনো নিয়ম নেই বলে তিনি জানান। তিনি বলেন বিডিএ সদস্য হতে হলে- ৪টি শর্ত প্রয়োজন, তা হলো-

১. পাঁচ বছরের চেম্বার প্র্যাকটিস, ২. স্থানীয় চেয়ারম্যান বা কমিশনারের সার্টিফিকেট ৩. কোনো অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের সহযোগী হিসেবে এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা, ৪. ফরম পূরণ ।

দাঁতের ভুয়া ডাক্তারদের কয়েকটি আস্তানা

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কেবল বিএমডিসি’র (বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়েই চিকিৎসকরা রোগী দেখার বৈধতা পান। এ প্রতিষ্ঠানই মাত্র এমবিবিএস (ব্যাচেলর অব মেডিসিন এন্ড ব্যাচেলর অব সাজারি) এবং বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রিধারীদেরই প্র্যাকটিসের অনুমতি দেয়। তবে ১৯৮২ সালে মাত্র একবারের জন্য বিএমডিসি পরীক্ষা গ্রহণের

মাধ্যমে কিছুসংখ্যক হাতুড়ে ডাক্তারকে রেজিস্ট্রিভুক্ত করে। এরপর বিডিএসদের বিরোধিতার কারণে আর কোনো কোয়ার্ক তথা হাতুড়ে ডাক্তারকে অনুমোদন দিতে পারেননি। ১৯৮২ সালে বিএমডিসি মাত্র একবারের জন্য যে ক'জন হাতুড়ে ডাক্তারকে রেজিস্ট্রেশন করার অনুমতি দিয়েছিলো এখানে তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন পাওয়া গেছে। তার হলেন সেবা ডেন্টাল ক্লিনিকের শহীদুল আলম, রবিন ডেন্টাল ক্লিনিকের নাসিমা ইয়াসমিন নাজমা এবং দন্ত চিকিৎসালয়ের মোঃ দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী। তাদের মধ্যে দেলোয়ার হোসেন তার চেম্বারে কখনো বসেন না, বসেন তার দুই ছেলে ইব্রাহিম খলিল ও ইসমাইল, যারা মাত্র এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করেই নিজেদের বড় ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দেয়।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডের পাশে টিআইসি গেটের পূর্বপাশে মহাজাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে পপুলার ডেন্টাল ক্লিনিক তৈরি করে বসে আছেন ভুয়া ডাক্তার এম আলম। তিনি নিজেকে আরডিএস (রেজিস্টার্ড ডেন্টাল সার্জন) হিসেবে পরিচয় দেন। এই ক্লিনিকের দেয়ালে আরো কয়েকজন ডাক্তারের নাম, ডিগ্রি এবং কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট তা লেখা রয়েছে। এদের একজনের নাম ডা. আহসানুল হক, ডিগ্রি হিসেবে লেখা বিডিএস (ঢাকা), বিসিএস (স্বাস্থ্য), ডেন্টাল কনসালট্যান্ট (বাংলাদেশ ব্যাংক) মুখ ও দন্ত রোগের বিশেষজ্ঞ (ডেন্টাল সার্জন)। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এ নামে এখানে কোনো ডাক্তার বসে না। ডা. আহসানুল হককে খুঁজলে এম আলম প্রথমে প্রতিবেদককে রোগী ভেবে নিজেকেই ডা. আহসানুল হক পরিচয় দেন। সাংবাদিক পরিচয় জেনে আলম প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও এক পর্যায়ে তিনি বিডিএসদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি সরকারের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন- 'প্রত্যেক সরকারই হাতুড়ে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে চায়। কিন্তু কিছু করতে পারে না। এই কোয়ার্ক ডাক্তার বলুন আর হাতুড়ে ডাক্তারই বলুন, এদের আন্দোলনেই আজ বিডিএস হয়েছে। যদি বিডিএসরা বলে কোয়ার্করা কিছুই জানে না, তাহলে তারা জারজ সন্তান।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা শুধু এভাবে ক্লিনিক চালাচ্ছি না, আমরা পৌরকর এবং ক্লিনিক ব্যবসার ওপর করও দিচ্ছি। ডাক্তার হিসেবে তার কোনো ডিগ্রি আছে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সব আছে, সব দেখাবো। বাস্তবে তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পাস করেছেন। হক দন্ত চিকিৎসালয়ের ডা. আব্দুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বিডিএ (বাংলাদেশ ডেন্টাল এসোসিয়েশন) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। সালমান ডেন্টাল ক্লিনিকে গিয়ে পাওয়া যায় ভুয়া ডাক্তার সীমা আক্তারকে। জানা যায় তিনি মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তিনি বললেন, এসব বিষয় নিয়ে লেখালেখি করলে কিচ্ছু হবে না। আমরা প্রতিদিন ১০ জন রোগীর চিকিৎসা করি। দু-একজনের চিকিৎসা ভুল হতে পারে, তাতে কী হবে?

মুক্তা ডেন্টাল ক্লিনিকে ডা. মনিরুজ্জামান মুন্না তার নামের পাশে বিএমডিসি ডিগ্রি লিখেছেন। বিএমডিসির অনুমোদন ছাড়া প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন কেন জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আজ বহু বছর ধরে চিকিৎসা করে যাচ্ছি। পারলে কেউ কিছু করুক। আমরা সমিতির (বিডিএ) দ্বারস্থ হবো। আসলে আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। গাজী ডেন্টাল ক্লিনিকের গাজী মোঃ ইসমাইল হোসেনও একই কথাই বললেন।

জানা গেছে এদের সঙ্গে থানা পুলিশের সঙ্গে রয়েছে গভীর যোগাযোগ। এ ভুয়া ডাক্তাররা পুলিশের কাছে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের মাসোহারা দিয়ে নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতারণা। এ ব্যাপারে টঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিরাজ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ প্রতিবেদকের সঙ্গে অত্যন্ত রেগে যান এবং বলেন এরা ভুয়া কি না আসল, চিকিৎসা করছে না প্রতারণা করছে তা আমাদের জানার কথা না।

ভুয়া দাঁতের ডাক্তারদের যে সর্বনাশা চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন তা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এগুলো যেন দেখার কেউ নেই। এ সব নিয়ে বিএমডিসির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আবু আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, যদি আমাদের কাছে কেউ অভিযোগ করে তাহলে আমরা কমিটি গঠন করে তা তদন্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করি, নচেৎ নয়। ভুয়া ডাক্তারদের বিভিন্ন ডিগ্রি সম্পর্কে বলেন, এসব লেখার তাদের কোনো অধিকার নেই এবং বৈধতা নেই। তাদের প্র্যাকটিস (রোগী দেখারও) করারও কোনো বৈধতা নেই। এ অবস্থায় তার কাছে থেকে বিএমডিসির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তার অপারগতা প্রকাশ করে বিএমডিসির এ্যাক্ট সংবলিত একটি বই পড়ে নেয়ার জন্য বলেন।

ভুয়া ডাক্তার এম আলমের দন্তরোগ, মুসলমানি, এম আর সব কিছুর চিকিৎসালয়

রোগী : মিসেস সুইটি আকতার

মাড়ির বামপাশের দাঁতটায় প্রচন্ড ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রণা, আর থাকতে পারছিলেন না মিসেস সুইটি আকতার। চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন টঙ্গীর টিআইসি ফায়ার সার্ভিসের উত্তর পাশে 'পপুলার ডেন্টাল ক্লিনিকে'। সেখানে ডা. আহসানুল হক নামে পরিচয়দানকারী এক ভুয়া চিকিৎসকের প্রতারণার শিকার হন তিনি। ২৫০০ টাকা চুক্তিতে দাঁতটি রড দিয়ে পারমান্যান্ট করে দেওয়ার কথা। অত্যাধুনিক গ্লাস এবং সুন্দর ডেকোরেশনে সজ্জিত ক্লিনিকে ডাক্তারের ডেজিগনেশন হিসেবে বিডিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) দেখে তার আস্থা হয়, এখানে তিনি সুচিকিৎসা পাবেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো। একটি দাঁত বাঁচাতে গিয়ে পাশের সুস্থ দাঁতটিও হারান সেই ভুয়া চিকিৎসকের খপ্পরে পড়ে। অনুসন্ধানে জানা গেল আহসানুল হক নামে কোনো ডাক্তার সেখানে নেই, আহসানুল হকের নামে চিকিৎসা করেন এম আলম। এই এম আলমই দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লিনিকের নামে ফাঁদ পেতে সরলমনা রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে যাচ্ছেন। হাতিয়ে নিচ্ছেন মানুষের পকেটের টাকা। প্রকৃতপক্ষে ডা. আহসানুল হক বসেন উত্তরার আমির কমপ্লেক্সের ২য় তলায়। এম আলমের প্রতারণার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়েন। এম আলম তার নাম ভাঙিয়ে খান বলে অভিযোগ করেন এবং ওর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানান।

আলোকচিত্র : **সালাহ্ উদ্দিন টিটু**